মেহেরপুরে বুড়িপোতা থেকে ফেন্সিডিলসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতায় অভিযান চালিয়ে ২০ বোতল ফেন্সিডিল সহ কুশলি বেগম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বাজিতপুর বিজিবি কাম্পের সদস্যরা।

রবিবার সকালে তাকে আটক করা হয়। আটক কুশলি বেগম বুড়িপোতা গ্রামের সিরাজুল ইসলাম এর স্ত্রী।

বাজিতপুর বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার নাযেক মমতাজ আলীর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে কুশলি ২০ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক করা হয়। পরে মেহেরপুর সদর থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলসহ কুশলি বেগমকে থানায় সোপর্দ করে বিজিবি।

পুলিশ সুত্রে আরো জানা যায়, এর আগেও কুশলি বেগম মাদকসহ আটক হয়ে জেল হাজতে ছিল। পরে মুক্ত হয়ে পুনরায় ব্যবসা শুরু করে।

মেপ্র/এমইএম

মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিভাগীয় কমিশনার

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার। রবিবার জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি এ আহ্বান জানান। জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা

অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিভাগীয় কমিশনার বলেন, জেলায় বাল্যবিয়ে রোধ করতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। মারণনেশা মাদক আমাদের গোটা সমাজকে গ্রাস করছে।

দিনের আলোচ্যসূচিতে থাকা জেলা অপরাধ অবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, যৌনহয়রানি বন্ধে মিডিয়া এবং নারী ও শিশু অধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে আলোচনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা এবং কয়েকটি বিষয়ে নেয়া হয় সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবনা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ ইয়াহ ইয়া খান, সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি আবাসিক মেডিকেল ডা. শামীম কবীর, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মনিরা পারভীন, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নানসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেপ্র/আরএম

আরো পড়ুন-মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মা ও ছেলে আহত, ছেলেকে পঙ্গুতে রেফার্ড

গাংনীর পল্লী থেকে ৪শ’২৬ বোতল ফেন্সিডিল সহ দু’মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট থেকে ৪শ’২৬ বোতল ফেন্সিডিল সহ দু’জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

রবিবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামে তাদের ফেন্সিডিল

সহ আটক করে।

আটককৃতরা হলো, এ উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মোল্লা পাড়ার মুজিবর রহমানের ছেলে সুমন (৩২) ও সেন্টার পাড়ার রুহুল আমিনের ছেলে মিন্টু মিয়া (৩১)।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় সহড়াতলা গ্রাম থেকে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে মাদক পাচার করা হচ্ছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে আমাদের থানার এস আই আঃ হক ও এ এস আই রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের নিকট থেকে ৪শ’২৬ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও জানান, আটককৃতদের মাদক মামলায় মেহেরপুর কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেপ্র/এমইএম

আরো পড়ুন: গাংনী ইউএনও কার্যালয় ও পৌরসভার বিদ্যুৎ বিল বাকি ৩০ লাখ টাকা

ঝিনাইদহের মহেশপুরে পুলিশের হাতে ফেন্সিডিলসহ ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর থানা পুলিশ মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে ১০৭ বোতল ফেন্সিডিলসহ ব্যবসায়ী সজিব আহাম্মেদকে (২২) আটক করেছে।

আটককৃত সজিব আহাম্মেদ মহেশপুর উপজেলার পদ্মপুকুর স্কুল পাড়ার আবু বক্করের ছেলে।

মহেশপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মোর্শেদ হোসেন খান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে মহেশপুর থানার এসআই আলাল হোসেন ও এএসআই সালাহউদ্দীন আহম্মেদ ঘুগরী-উজ্জ্বলপুর

রাস্তার ওপর থেকে একটি মটর সাইকেলসহ ১০৭ বোতল ফেন্সিডিল আটক করা হয়।

এসময় মালের মালিক সজিব আহম্মেদকে আটক করা হয়েছে। এঘটনায় মহেশপুর থানায় মামলা হয়েছে।

মেপ্র/এমইএম

ঝিনাইদহে মাদক বিরোধী র্যালী ও আলোচনা সভা

‘মাদককে রুখবো, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়বো’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে মাদক বিরোধী র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও মাদকবিরোধী প্রচারণা সপ্তাহ উপলক্ষে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের আয়োজনে বুধবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে পুরাতন ডিসি কোর্ট মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র আলহাজ সাইদুল করিম মিন্টু, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) তারেক আল মেহেদী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রবিউল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আজিজুল হক। বক্তারা, সমাজ থেকে মাদক

নির্মুল করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। আলোচনা সভা শেষে মাদক বিরোধী শপথবাক্য পাঠ করা হয়।

মেপ্র/এমইএম

মাদক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনকে আরো বেশি তৎপর হতে হবে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয় ইউনিয়নের সীমান্ত এলাকাগুলো দিয়ে মাদক প্রবেশ করছে। সেই মাদক ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। কখনো কখনো ছোট ব্যবসায়ীরা ধরা পড়ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে। কিন্তু মূল মদদদাতারা থাকছেন ধরা ছোয়ার বাইরে।

গতকাল মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রধান সংবাদ ছিল মাদক নিয়ে। একটি এলাকার মাদকের চিত্র নিয়ে সংবাদটি নজরে পড়ে। এর সাথে জড়িত রয়েছে স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের এক নেতাও। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি মাদক পাচারের সাথে জড়িয়ে পড়ছেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে।

ইতিমধ্যে কয়েক মাস ধরে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুলপরিমান মাদক দ্রব্য উদ্ধারসহ বেশ কয়েকজন পাচারকারী ও ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন। কিন্তু যাদের ছত্রছায়ায় এই মাদকের ব্যবসা চলছে তারা ধরাছোয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। ফলে সমাজে আইনশৃঙ্খলা অবনতি হওয়ার মারাত্মক অশনিসংকেত দেখা যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনার বাস্তবায়ন করতে হলে আইনের সমান প্রয়োগ ঘটাতে হবে। রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে সমাজের কল্যাণে মাদক নির্মূলে প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে। তালিকাভূক্ত মাদক ব্যবসায়ীদের গেপ্তারে অভিযান জোরদার করতে হবে। মাদক ব্যবসায় যারা মদদ দিচ্ছেন তাদের খুটি উপড়াতে হবে। তবেই মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। মদদদাতাদের বাইরে রেখে চুনোপুটিদের ধরে মাদক নিয়ন্ত্রণ কখনোই সম্ভভ না।

মাদকের অভয়ারণ্য তেঁতুলবাড়ীয়ার বিভিন্ন সীমান্ত (পর্ব-১)

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বেশ কিছু গ্রাম মাদক ব্যবসার নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। তেঁতুলবাড়িয়া, খাস মহল, রংমহল, সহড়াতলা, কল্যানপুর, নওদাপাড়া, পলাশীপাড়া, মথুরাপুর, করমদি গ্রামের বেশ কিছু পরিবারের সদস্যরা জড়িয়ে পড়েছে মাদক ব্যবসার সাথে। গাঁজা, ফেন্সিডিল, মদ সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য ভারত থেকে এনে ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

নির্ভরযোগ্য একটি সুত্র থেকে জানা যায়, নির্দিষ্ট কমিশন দিয়ে ভারত থেকে মাদক দ্রব্য আনা হয়। প্রতি ১০০ বোতল ফেন্সিডিল আনতে কমিশন হিসেবে দিতে হয় ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা। প্রত্যেক ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা নিয়ে ম্যানেজ করা হয় কিছু প্রশাসনের লোকদের।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সহড়াতলা গ্রামের আজের আলীর ছেলে লাইনম্যান বাদশা ও তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত আকেববার আলীর ছেলে এলাকার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতা মোখলেছুর রহমান মোখলেছ ঐ এলাকার মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। এলাকার চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী হিসেবেও পুলিশের কাছে তথ্য রয়েছে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে।

এ বিষয়ে মোখলেছ এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল ফোনে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, আমি একজন রাজনৈতিক নেতা। আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ উঠেছে সেটা সঠিক না।

এছাড়াও এক বা একাধিক মাদক মামলার পলাতক আসামী এখনো চুটিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, করমদি গ্রামের আফেল উদ্দিন এর ছেলে আব্দুল হান্নান। যার বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র মামলা ও তিনটি মাদক মামলা রয়েছে। পুলিশের ধরা ছোয়ার বাইরে থেকে মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

সহড়াতলার হারুন-অর-রশিদ এর ছেলে মাদান। ২০১৬ সালে ১১২ পিচ ভারতীয় শাড়ি সহ মাদান আটক হয়। শাড়ী চোরাচালান এর দায়ে গাংনী থানায় একটি

মামলা দায়ের করা হয়।

সহড়াতলা গ্রামের আজের আলীর ছেলে বাদশা। সে লাইনম্যান হিসেবে কাজ করে। ২০১২ সালে ১২ বোতল ফেন্সিডিলসহ পুলিশের হাতে ধরা খায়। এরপর জামিনে মুক্ত হয়ে এলাকায় মাদক ব্যবসার মুল নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

কল্যানপুর গ্রামের সামসুল এর ছেলে শরিফুল। যার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২টি মাদক মামলা আছে। ২০১৮ সালে অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখে ৫৯ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক হয়। একই সাথে নজরুল এর ছেলে রুবেলও আটক হয়।

নওদাপাড়ার মেহের শেখ এর হামিদুল। ২০১২ সালের মারামারি মামলার আসামী। এখন সে ফেন্সিডিল ব্যবসায়ী।

মথুরাপুরের রবিউল এর ছেলে রজব। এবছর মার্চ মাসের ৭ তারিখে ১৮ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক হয়। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২ টি মাদক মামলা আছে।

মৃত ওয়াজিল শেখ এর ছেলে কালু। তার বিরুদ্ধে ২ টি মাদক মামলা আছে। পলাশীপাড়ার গোলাম রসুল ওরফে ফড়ুর ছেলে সেলিম। ২০১০ সালে স্বর্ন চুরি মামলায় আটক হয়।নখাসমহলের মৃত চাঁন্দর ছেলে মফিজ। তার বিরুদ্ধে ৩টি মাদক সহ গাংনী থানায় ৪টি মামলা আছে।

এছাড়াও সহড়াতলার আতর আলীর ছেলে আসাদুল, মথুরাপুরের মৃত ইব্রাহীম এর ছেলে সাইদ, মৃত কামাল খাঁ এর ছেলে আশরাফ, তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের জানালির ছেলে মোসা, মনিরুল ফকির এর স্ত্রী রাহিমা, সামেক উদ্দিন এর ছেলে রহিম।

বেশ কিছু চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী প্রশাসনকে ম্যানেজ করে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিয়ে বিদেশেও পাড়ি জমিয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে হারান শেখ এর ছেলে লোকমান। চলতি বছর জুলাই মাসে ৫০ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক হয়। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদক মামলা আছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন ব্যাক্তি জানান, এলাকার প্রভাবশালী নেতা মখলেছ ও লাইনম্যান বাদশার নেতৃত্বে চলছে মাদক ব্যাবসা। প্রশাসনকে ম্যানেজ করে সরাসরি ভারত থেকে মাদক নিয়ে আসছে। রাতে ভারত থেকে কাঁটাতারের বেড়া পার করে সকালের ভিতর

বিভিন্ন মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছে পৌছে দেওয়া হয়। বড় বড় চালান আসলে সেগুলো বিভিন্ন যান বাহনে করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হয়।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ি ২০১৯ সালের শুধু ডিসেম্বর মাসেই ১৬ জন মাদক ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন মাদক দ্রব্যসহ আটক করা হয়েছে। সেই সাথে মাদক সেবনের অপরাধে ২ জনকে কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

এরপরও কিন্তু থেমে যায়নি মাদক ব্যবসা। মামলায় আটক করা হলেও আদালত থেকে েজিান মুক্ত হয়ে যায় আসামীরা। ফিরে এসে আবার শুরু মাদক ব্যবসা। কেনইবা থামানো যাচ্ছে না মাদক ব্যবসাকে, দুর্বলতা কোথায়, এ ব্যর্থতার দায় কি শুধু প্রশাসনের নাকি অন্য কারও, এমন প্রশ্ন এলাকার সচেতন মহলের?

সহড়াতলা বিজিবি ক্যাস্প কমান্ডার খায়রুজ্জামান বলেন, আমি সবে মাত্র এখানে যোগদান করেছি। তারপরও নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রেখেছি। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার মাদক দ্রব্য আটক করেছি। যারা এর সাথে জড়িত তাদেরকেও আটক করে আইনের আওতায় হবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান বলেন, মাদক এর বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করা হয়েছে। যারা এর সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মাদক নির্মুলে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে গাংনী থানা পুলিশ এবং সে মোতাবেক আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ওসি রবিউল ইসলাম জানান, আমরা মাদক মুক্ত মেহেরপুর গড়তে বদ্ধ পরিকর। আপনারা জানেন প্রতিনিয়ত জেলা গোয়েন্দা পুলিশ মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। ইতি মধ্যে মাদক সম্রাটদের আটক করে তাদের চালান দেওয়া হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। (চলবে)

- বিশেষ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে আঃ রউফ ডিগ্রি কলেজে মাদক বিরোধী গণসচেতনতা মূলক সভা

‘মাদককে রুখবো, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়বো’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহে আঃ রউফ ডিগ্রি কলেজে মাদক বিরোধী গণসচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার সকালে সদর উপজেলার ডাকবাংলা আঃ রউফ ডিগ্রি কলেজে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন কার্যালয়।

কলেজের অধ্যক্ষ জে,এম রবিউল ইসলাম এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক আজিজুল হক, প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ বিবেকানন্দ তরফদার, সহকারি অধ্যাপক কে এম সালেহ, জিন্নাত জেসমিন, মনোয়ার হুসাইনসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক শাহানুর আলম।

এর আগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা, মাদকের কুফল ও প্রতিরোধে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মূলক আলোচনা করেন।

-ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদক বিরোধী আলোচনা সভা ও শপথ বাক্য পাঠ

‘ ‘মাদককে রুখবো, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়বো’’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদক বিরোধী আলোচনা সভা ও শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেখ সফিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা অফিসার সুসান্ত কুমার দেব, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক মোঃ আজিজুল হক।

এসময় বক্তারা মাদকের কুফল ও প্রতিরোধে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মূলক আলোচনা করেন। পরে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

মেহেরপুরে গাঁজা সহ এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ১৫০শ গ্রাম গাঁজা সহ ইয়ার আলী এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

শনিবার রাতে সদর উপজেলার আলমপুর চার রাস্তার মোড় থেকে আটক করা হয়। আটক ইয়ার আলী আলমপুর স্কুল পাড়ার হযরত আলীর ছেলে।

এই ব্যপারে মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি